RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

**বিজ্ঞপ্তি**

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

# পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

**বিজ্ঞপ্তি**

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ২৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর - ৯ জানুয়ারি, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 26, Cooch Behar, Friday, 27 December - 9 January, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

## বিজেপি বিধায়কের নাম ঘর বুকিং করে অভিষেকের নামে তোলাবাজির চেষ্টা, ধৃত ৩

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে ‘তোলাবাজি কাণ্ডে’ নাম জড়িয়ে জড়িয়েছে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র। দিন কয়েক আগে কলকাতায় এমএলএ হস্টেলের একটি ঘর থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম, জুনায়েদুল হক চৌধুরী, শুভদীপ মালিক, শেখ তসলিম। ওই তিনজন হুগলির বাসিন্দা। ধৃতরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে এক তৃণমূল নেতার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। তাদের এমএলএ হস্টেলের যে ঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই ঘরটি কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দের নামে বুকিং করা। নিখিলরঞ্জন বলেন, “আমাকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।”

ওই ঘটনায় কলকাতা পুলিশ মেল করে বিজেপি বিধায়ককে থানায় ডেকে পাঠায়। ইমেলে বলা হয়, আগামী ৩ দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে হবে। প্রথমে থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও পরে মত পরিবর্তন করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্তকে ফোন করে টাকা চেয়েছিল অভিযুক্তরা। তাঁর কাছে কেউ বা কারা ফোন করে বলেন, ‘আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে ফোন করছি। আপনার বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। তাই যেকোনও সময় আপনাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেন। যদি পুলিশের ঝামেলা না চান, তাহলে আমাদের ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দিন। আর আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।’ এই ফোনকলের কথা চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত পুলিশের কাছে জানান। সবটা শুনে পালটা চেয়ারম্যানকে দিয়ে প্রতারকদের ‘টোপ’ দেয় পুলিশ। তাদের দাবি মতো টাকা দেওয়ার জন্য এমএলএ হস্টেলে প্রতারকদের ডেকে পাঠান আনন্দ দত্ত। গ্রেফতারের পর দেখা যায় ওই রুমটি বিজেপি বিধায়কের নামেই বুকিং করা। বিজেপি বিধায়ক শুক্রবার সকালে এমএলএ হস্টেলের সুপারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তাঁকে তিনি জানান, এরপরে তার নামে কোনও ঘর বুকিংয়ের আবেদন পড়লে যাতে তাঁকে ফোন করে নেওয়া হয়। বিধায়ক জানিয়েছেন, সাতদিন পর তিনি বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে দেখা করবেন।

## ফের লড়াইয়ে নামার বার্তা জীবন সিংহের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ফের লড়াইয়ে নামার বার্তা দিলেন কামতপুর লিবারেশনের প্রধান জীবন সিংহ। ২৮ ডিসেম্বর শনিবার একটি ভিডিয়ো জারি করে এমনই বার্তা দিয়েছেন জীবন। তিনি বার্তায় বলেছেন, “১৯৪৯ সালের ২৮ আগষ্ট স্বাধীন কোচবিহার রাষ্ট্র ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তৃতীয় শ্রেণির সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। গত ৭৫ বছর ধরে পুলিশ সন্ত্রাস চলেছে কোচ-কামতাপুরের বাসিন্দাদের উপর। রাজনৈতিক সন্ত্রাস আমাদের ধ্বংস করছে। যে কোনও সময় কোচ-রাজবংশীদের গুলি করে হত্যা করা হয়। মিথ্যে মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। সে জন্য কলকাতার রাজনৈতিক দল তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমের বিরুদ্ধে যে কোনও উপায়ে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পথে লড়াই করতে হবে।” তিনি আরও অভিযোগ করেন, গ্রেটার, কেপিপি নেতা নিখিল রায়, বংশীবদন বর্মণ থেকে শুরু করে আকরাসুর নেতা, উত্তরবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কেউই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। জীবন সিংহ গত বছরের জানুয়ারি মাসে শান্তি আলোচনার জন্যে ভারতে প্রবেশ করেন। সেই থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন। গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রের খবর, তার আগে জীবন সিংহের ডেরা ছিল মায়ানমারের জঙ্গল। সেখান থেকেই তিনি আলাদা রাজ্যের দাবিতে লড়াই চালাচ্ছিলেন। জীবন ভারতে প্রবেশের মাস খানেকের মধ্যেই কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটি গঠন করা হয়। এবারে সেখান থেকে কমিটির বদলে কাউন্সিল যোগ করা হয়। কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে, আঠাশটি সংগঠন মিলে ওই কাউন্সিল গঠন করা হয়। ধাপে ধাপে ওই সংগঠনের কর্মসূচি কি হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আলাদা রাজ্যের দাবি ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। জীবন সিংহ শান্তি আলোচনার জন্যে ভারতে ফিরলে আলাদা রাজ্যের দাবি পূরণ হবে এমনটাই মনে করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু জীবন ভারতে ফেরার পরে তেমন কোনও নতুন করে হইচই হয়নি। এমনকী জীবন সিংহের কয়েকটি বার্তা ছাড়া শান্তি আলোচনার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানাও যায়নি। এই পরিস্থিতিতে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র তথা অনন্ত মহারাজ জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়ে দিয়েছেন কোচবিহার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে না। লোকসভা নির্বাচনের পরে এবারে সংসদে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি তুলেছেন নগেন্দ্র। বিজেপির একাধিক সাংসদ ও বিধায়ক সেই দাবিকে সমর্থন করেছেন। তৃণমূল অবশ্য জীবনের বার্তাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ।

## মনমোহন সিংয়ের শোকে বাতিল বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের প্রয়াণে রাষ্ট্রীয় শোক দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে। সে কথা মাথায় রেখেই ২৭ ডিসেম্বর থেকে কোচবিহার জেলা বইমেলা কমিটি তিনদিন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বন্ধ রেখেছে। বইমেলা কমিটির ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায়। তিনি জানান, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখা হয়েছিল। সেই আমি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব ও আলোচনা করা হবে। ২৩ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল কোচবিহার জেলা বইমেলা। আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বইমেলা চলবে। বৃহস্পতিবার ২৬ ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মৃত্যুতে গোটা দেশে শোক নেমে আসে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেই শোকবার্তা জানিয়েছেন। কোচবিহার বার লাইব্রেরি থেকে শুরু করে একাধিক সংগঠন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেন।

# ‘মোহন’ নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করলেন পুলিশ সুপার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** মোহন’ নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করলেন কোচবিহার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ৩০ ডিসেম্বর রবিবার কোচবিহার রবীন্দ্রনাথ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। তথ্যচিত্রের প্রযোজনা করেছেন দ্যুতিমান জায়া রোশনি দাস ভট্টাচার্য। ওই দু’জন ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মণ, মোহন রক্ষা কমিটির সম্পাদক রঞ্জন শীল থেকে শুরু প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সমাজের নানা স্তরের মানুষও সেখানে ছিলেন। ৩০ মিনিটের ওই তথ্যচিত্রে বাণেশ্বরের শিবদিঘির মোহন সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরা হয়। ‘মোহন’ আসলে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। কোচবিহারের বাণেশ্বরের শিব দিঘিতেই মূলত ওই কাছিমের বাস। যার বিজ্ঞান সম্মত নাম ‘ব্ল্যাক সফট শেল টার্টল’। দীর্ঘসময় ধরে এক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কচ্ছপদের জীবন। কখনও অসুস্থ হয়ে, কখনও সড়ক দুর্ঘটনায় ওই প্রাণীদের মৃত্যু হয়। এবার শীতের শুরুতেও কয়েকটি মোহনের অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। ৩০ মিনিটের ওই তথ্যচিত্রে সমস্ত কিছুই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তথ্যচিত্রের নাম দেওয়া হয়েছে, ‘দি টার্টল ওয়ারিয়ার্স’। তথ্যচিত্রে মোহন বাঁচাতে স্থানীয় মানুষের লড়াই ও প্রশাসনের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। বাণেশ্বরের শিবদিঘির কচ্ছপ মোহন নামে পরিচিত। ওই দিঘিতে দেড় শতাধিক মোহন হয়েছে বলে কয়েকবছর আগে দাবি করা হয়েছিল। ওই দিঘি ও মোহনদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। ওই দিঘি থেকে মোহন ছড়িয়ে বাণেশ্বরের নানা জলাশয়ে। সবমিলিয়ে সেই সংখ্যা এক হাজারের কম নয় বলে মোহন রক্ষা কমিটির দাবি। অভিযোগ, শিবদিঘির মোহনদের দেখভাল ঠিকমতো হয় না। খাবারও ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া মোহনরা প্রতিনিয়ত রাজ্য সড়ক পারাপার হয়ে চলাচল করে। তখনই গাড়ি চাপা পড়ে। গতবছর অসুস্থ ও দুর্ঘটনায় বেশ কিছু মোহনের মৃত্যু হয়। তা নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে বাণেশ্বর। স্থানীয় বাসিন্দারা বনধ পর্যন্ত পালন করেন। তারপরে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সে সব কিছুই তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি ওই এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য পরিমল বর্মণ বলেন, “পুলিশ সুপারের তৈরি তথ্যচিত্র খুব ভালো লেগেছে।”

# বাবা ও দাদাকে খুন করে পালিয়ে গেল যুবক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** বাবা ও দাদাকে খুন করে পালিয়ে গেল এক যুবক। ২৩ ডিসেম্বর সোমবার এমনই হাড়হিম করা এক ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের কোতয়ালি থানার ডাউয়াগুড়িতে। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম বিজয় বৈশ্য (৬৪) এবং গোপাল রায় (৩৫)। ওই দু’জনকে খুনের অভিযোগ উঠেছে প্রণব বৈশ্যের বিরুদ্ধে। প্রণবের বাবা বিজয় এবং গোপাল তার পিসতুতো দাদা। অভিযুক্ত যুবক তার বাবাকে খুনের পর দেহ কম্বল দিয়ে ঢেকে আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখে। আর তার দাদাকে খুন করে দেহ প্লাস্টিকে মুড়ে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে দেয়। এরপর অভিযুক্ত নিজের বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে একটি চিরকুট বাড়ির সামনে রেখে যায়। যেখানে লেখা রয়েছে, অভিযুক্ত তার বাবাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই নিয়ে যাচ্ছে। সকালে প্রতিবেশীদের ওই চিরকুট দেখে সন্দেহ হয়। পরে ডাকাডাকি সাড়া না পেয়ে ঘরের কাছে রক্ত পরে থাকতে দেখে এরপরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা। পুলিশ সুপার বলেন, “অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।” পুলিশের সন্দেহ, সম্পত্তির লোভে ছক কষে ওই দুটি খুন করেছে অভিযুক্ত। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। প্রণবের বাড়ির আশপাশ থেকে একাধিক রক্তমাখা ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের ১৬ বিঘের মতো জমি রয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই জমি হাতিয়ে নিতেই হত্যার ছক কষে প্রণব। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই সম্পত্তির দাবিদার ছিল দুটি পরিবার। এক প্রণবদের পরিবার, দুই, তার পিসির পরিবার। প্রণবদের বাড়ির কাছ ঘেঁষেই তার পিসির বাড়ি। সেই বাড়িতে পিসি ও তাঁর ছেলে গোপাল থাকতেন। আর প্রণবদের বাড়িতে বাবা-মা মিলিয়ে তিনজন। গোপাল প্রণবদের বাড়ির গোয়ালঘরে থাকা চারটি গরু দেখাশোনা করতেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, মাস চারেক আগে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রণবের মা মারা যান। তার দুই মাসের মাথায় প্রণবের পিসিও একই ভাবে মারা যান। মাস দেড়েক আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান গোপাল। প্রণব তা নিয়ে নিজেই পুলিশে নিখোঁজ ডায়েরি করে। পুলিশের সন্দেহ, মাস দেড়েক আগেই গোপালকে খুন করে সেপটিক ট্যাঙ্কে দেহ ঢুকিয়ে দেয় যুবক। তাকে যাতে কেউ সন্দেহ না করেন সে জন্য পুলিশে অভিযোগ করে। রবিবার রাতে তার বাবাকে খুন করেও দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছিল যুবক। কোনও কারণে তা না পেরেই দেহ আলমারিতে ঢুকিয়ে পালিয়ে যায়। প্রতিবেশী কয়েকজন বলেন, “মাঝে মধ্যেই অনেক রাত পর্যন্ত বাবা-ছেলের ঝামেলা চলত। বাবাকে মারধর করত ছেলে। প্রণব সবসময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকত। রবিবার রাতেও আমরা গণ্ডগোলের আওয়াজ হয়েছে। এত বড় ঘটনা হবে তা কেউ আচ করতে পারেনি।” ওই এলাকার তৃণমূল নেতা সহিদার রহমান বলেন, “এক মাছওয়ালা মাছ দিয়ে যেতে বলেছিলেন বিজয় বৈশ্য। মাছ নিয়ে ওই বাড়িতে ঢুকেই রক্ত দেখে চিৎকার করেন তিনি। এরপরেই সব জানাজানি হয়। আমাদের মনে হয় নেশাগ্রস্ত ওই যুবক সম্পত্তির লোভেই পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে।”

# নতুন বছরের বাড়ল শীতের দাপট

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** নতুন বছরের শুরুতেই জাঁকিয়ে পড়ল ঠান্ডা। শরীর গরম করতে কেউ আগুন তাপালেন। কেউ দিলেন গরম চায়ের কাপে চুমুক। কেউ কেউ আবার ঠাণ্ডায় মেতে উঠলেন পিকনিকে। প্রবীণ মানুষদের বেশিরভাগই অবশ্য দিনভর ঘরের মধ্যেই কাটালেন। জরুরি কাজ ছাড়া কেউ বাইরে বেরোননি। ১ জানুয়ারি বুধবার কোচবিহারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২-ডিগ্রি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি। সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছিল কোচবিহার। পরের দিকে কুয়াশা কিছুটা কাটলেও সূর্যের দেখা মেলেনি। প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ সূর্যের দেখা পাওয়া যায়। আবার ঘড়ির কাটা তিনটে পার হতেই পড়তে শুরু করে কুয়াশা। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আরও দিন কয়েক এভাবেই ঠান্ডা ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে কোচবিহার। তাতে তাপমাত্রা আরও নেমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম সেবা কেন্দ্রের নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “এই সময় শীত বেশি পড়ে। এবারে দিন কয়েক কুয়াশা থাকবে। শীতের দাপটও বাড়বে। কমবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এই সময়েই সবদিক থেকে সবার সতর্ক থাকা উচিত।” শীতের এই দাপটে বেড়েছে পিকনিকের আমেজ। এমনিতেই ১ জানুয়ারি পিকনিকের আসরের ছড়াছড়ি হয়। তার উপর এমন আবহাওয়ায় খুশি পিকনিক দলের সদস্যরা।

তোর্সা নদীর চর থেকে ডুয়ার্সের নানা পিকনিক স্পটে ছুটতে শুরু করেছেন মানুষ। বেড়েছে জ্যাকেট, সোয়েটারের বিক্রিও। কোচবিহারের এক বাসিন্দা বলেন, “বছরের প্রথমদিন চুটিয়ে মজা করেছি। এমন আবহাওয়ায় মজা আরও বেড়ে যায়। আর শীতের সঙ্গেই তো পিকনিকের সম্পর্ক। শীত পড়লেই পিকনিকের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।” বড়দিন থেকেই শুরু হয় পিকনিক। ঠিক এমন সময়েই শীতের প্রকোপ যেমন বাড়ে তেমনই বাড়ে পিকনিকের দাপট। এবারে তা কিছুটা আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে অবশ্য সবাইকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে কুয়াশার সময়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। দিন কয়েক আগেই কোচবিহারের কালজানিতে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান চারজন। তাদের মধ্যে ছিল দুই শিশু সন্তানও। সে সব কথা মাথায় রেখে পুলিশের নজরদারি যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনই সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

# সাতদিন ধরে চলল কোচবিহার জেলা বইমেলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** সাতদিন ধরে চলল কোচবিহার জেলা বইমেলা। বই বিক্রিতে কোনও প্রকাশনী সংস্থা খুশি, কেউ কেউ আবার অখুশী থাকলেন। তবে স্থানীয় লেখকদের বই বাজারে কেটেছে বেশি। তাতে স্থানীয় লেখকরা প্রবল উৎসাহ পেয়েছেন। ২৩-ডিসেম্বর কোচবিহার রাসমেলার মাঠে শুরু হয় কোচবিহার জেলা বইমেলার। বইমেলার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায়।

রাসমেলার পর এবারে বইমেলাতেও ছিল না কোনও বাংলাদেশের কোনও স্টল। বইমেলা শুরুর আগে কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারে বইমেলা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায়। তিনি জানান, ওই বইমেলায় এবারে ১৬০ টি স্টল থাকবে। তার মধ্যে ১৩৫ টি বুক স্টল। সেরকমই স্টল ছিল মেলায়। একশটি প্রকাশনী সংস্থা বইমেলায় অংশ নিয়েছিলেন। তার বাইরে রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষার বুক স্টল ছিল। লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নও ছিল মেলায়। কিন্তু বাংলাদেশের স্টল ছিল না। পার্থপ্রতিম বলেন, “বাংলাদেশ থেকে কেউ এবারে আবেদন করেনি। কেউ আবেদন করলেও এবারে বাংলাদেশের কোনও প্রকাশনী সংস্থাকে স্টল দেওয়া হত না। তা আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।” জেলা বইমেলা কমিটির তরফ থেকে দুটি কবি অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার ও অমিয়ভূষণ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার। ওই পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে পাপড়ি গুহানিয়োগি এবং চৈতালি ধরিত্রীকন্যাকে। শুরুর দিন বইয়ের জন্য হাঁটুন শিরোনামে পদযাত্রা হয়েছে। মেলার কয়েকদিন বইমেলার মঞ্চে সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার, গান, নাটক অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ ডিসেম্বর বইমেলার শেষদিন কবি অরুণেশ ঘোষের জন্মদিন। ওইদিন অরুণেশ ঘোষকে পালন করা হয়। বইমেলার মঞ্চ অরুণেশ ঘোষের নামে উৎসর্গ করা হয়। অরুণেশ ঘোষের সাহিত্য জীবন নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে অংশ নেন কবি ও লেখক শৌভিক দে সরকার, অধ্যাপক রঞ্জন রায়, সাবলু বর্মণ, লেখক সব্যসাচী ঘোষ, প্রদীপ ঝা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সঞ্জয় সাহা। এছাড়া অমিয়ভূষণ মজুমদারকে নিয়েও একটি আলোচনা সভা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের মৃত্যুর কারণে তিনদিন বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়।

# টোটোর ফিটনেস নিয়ে চাপানউতোর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** এই সময় ‘ফিটনেস’ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে কোচবিহার পুরসভায় স্মারকলিপি দিলেন টোটো মালিকরা। শুক্রবার স্মারকলিপি দিয়ে কোচবিহার পুরসভা ই-রিকশা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব কুমার দে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “২০১৮ সালে একবার সমস্ত টোটো বাতিল করা হয়। সেই সময় টোটো চালকরা ক্ষতির মুখে পড়ে। তারপরে নতুন টোটো কিনে করোনাকালে কেউ ব্যবসা করতে পারেননি। এবারে ফের ফিটনেস পরীক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন করার কথা বলা হচ্ছে। এটা সম্ভব নয়।” পুরসভার পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “সংগঠনের তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি দেখা হবে।” টোটো সমস্যা নিয়ে জেরবার কোচবিহার শহর। শহরে ক্রমশ বেড়ে চলা টোটোর দাপটে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মানুষ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরের লাইফলাইন সুনীতি রোড থেকে শুরু করে ভবানীগঞ্জ বাজারের আশেপাশের প্রত্যেক গলিতে টোটোর দাপটে সকাল থেকে যানজট তৈরি হল। সে জন্যেই টোটো চলাচলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার দাবি ওঠে। সেই সঙ্গে প্রচুর টোটো মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনায় পড়ছে। তাতে যাত্রীরা জখমও হচ্ছেন। টোটোর ফিটনেস না থাকাতেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে পুলিশের আশঙ্কা। সবমিলিয়ে টোটো নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। টোটো মালিকদের সংগঠনের পক্ষে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, প্রশাসনের নির্দেশ মেনেই সে সময় নতুন গাড়ি নিয়েছিলেন তারা। এবারে ফের নতুন গাড়ি নিলে চাপ হয়ে যাবে। গ্রামের টোটো শহরে ঢুকে যানজট বাড়াচ্ছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন।

## ফের ব্রাউন সুগার উদ্ধার কোচবিহারে, ধৃত ৩

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ফের ব্রাউন সুগার উদ্ধার হল কোচবিহারে। রবিবার রাতে কোচবিহার শহর লাগোয়া পুন্ডিবাড়ি থানার খাগড়াবাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ২৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম শেখ হাসান, নুরজামাল মিয়া এবং আরিজার রহমান। শেখ হাসান মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা। বাকি দু'জন কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকার টাকাগাছের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। যে প্যাকেটগুলিতে ব্রাউন সুগার রাখা ছিল। পুলিশের সন্দেহ, ওই ব্রাউন সুগার হাতবদল করতেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। গত সপ্তাহেই পুন্ডিবাড়ি থানার দর্জিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার আগে দিনহাটা শহরেও ১৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। ওই ঘটনায় মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মাথাভাঙার একটি হোটেল থেকেও ব্রাউন সুগার উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের সন্দেহ, মালদহের কালিয়াচক থেকেও ওই ব্রাউন সুগার কোচবিহারে আনা হয়।

## ইন্টার্নকে মারধরের অভিযোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলে এক ইন্টার্নকে মারধরের অভিযোগ ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। যাকে মারধর করা হয় সেই ছাত্র থ্রেট কালচার নিয়ে সরব হয়েছিলেন। দাবি, সে কারণেই তাঁকে মারধর করা হয়। অভিযুক্ত হুমকি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। ওই ঘটনা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। ২০ ডিসেম্বর শুক্রবার কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে ওই ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় এখন অধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বলেন, "ঘটনার তদন্তে আট সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সে হিসেবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মণ্ডল সেই সময় ছুটিতে ছিলেন। অভিযুক্ত এক ইন্টার্ন অবশ্য পাল্টা দাবি করেছেন, ওই ইন্টার্নই তাঁদের উপরে চড়াও হয়। তাঁদেরকে মারধর করে।

## জাল রসিদ ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ দিনহাটায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** বিল্ডিং প্ল্যান তৈরির অনুমতি দিতে ছাপানো হয়েছে জাল রসিদ। আর সেই রসিদ বিলি করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দিনহাটা পুরসভার এক কর্মীর বিরুদ্ধে। সন্দেহ করা হচ্ছে, ওই কান্ডে শুধু একজন পুরকর্মী নয়, একটি চক্র রয়েছে। তাতে পুরসভার আরও কর্মীরা জড়িয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই প্রধান অভিযুক্ত উত্তম চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করেছে। ৩১ ডিসেম্বর ধৃতকে দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তেরো দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ, ওই ঘটনায় পুরসভার আরও কয়েকজন কর্মীর জড়িত থাকতে পারেন। উত্তমকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সব তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দিনহাটা পুরসভার পক্ষ থেকে বিল্ডিং নকশা পাশের রসিদ যাচাইয়ের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছে। প্রথমদিন যেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "পুরসভার পক্ষ থেকে ক্যাম্প করে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ম্যানুয়ালি যেসব প্ল্যান পাশ হয়েছে তার ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে। যেহেতু চেয়ারম্যান নেই, ভাইস চেয়ারম্যান অসুস্থ তাই কাউন্সিলররা অনুরোধ করেছেন আমাকে এই ক্যাম্পে থাকার জন্য। আমি থাকলে নাগরিকরাও মন খুলে কথা বলতে পারবেন। তাই আমি ক্যাম্পে এসেছি। ক্যাম্পে এসে দেখলাম আরও নতুন কয়েকটা কেস এসেছে যেগুলি দেখে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছে জাল। এই দুর্নীতি ও জালিয়াতির সাথে যারা যুক্ত তাদের কোনোভাবেই রেহাই দেওয়ার প্রশ্ন নেই।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ শে ডিসেম্বর সুজয় সাহা নামে একজন পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান তার বাড়ির প্লান পাশ নিয়ে। তিনি পুরসভার কাছে এলে তার বাড়ির প্ল্যান যে জাল সেটা পরিষ্কার হতেই পুরসভার পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হয়। সেই অনুযায়ী গত কয়েকদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে উত্তম চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে সরকারি টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠেছে। এদিন পুরসভার পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের বিল্ডিং নকশার নথি খতিয়ে দেখা হয়। প্রথম দিন ৮০ জনের কাগজ যাচাই হয়েছে। তার মধ্যে ৬ জনের কাগজপত্র জাল বেরিয়েছে। জাল রসিদ কান্ড নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় পদত্যাগ করেছেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর মাহেশ্বরী। তিনি বলেন, "তদন্তের কাজ যাতে ভালোভাবে এগিয়ে যায় সে কথা মাথায় রেখেই আমি পদত্যাগ করেছি।"

## বর্ধিত সভা ঘিরে বিরোধ স্পষ্ট তৃণমূলে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** তৃণমূলের কোচবিহার জেলার বর্ধিত সভা ঘিরেও দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। ২৭ ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১ টায় কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে ওই মিটিং হয়। মিটিংয়ে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, বিধায়ক পরেশ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দলের প্রাক্তন দুই সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়কে সভায় দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠদের অনেকেই ডাক পাননি বলেও অভিযোগ উঠেছে। ওই একই সময়ে পানিশালার ভজনপুরে একটি অনুষ্ঠানের যোগ দেন রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের কৃষক সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়া এবং দলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মণ। ওই দু'জনকে বর্ধিত সভায় ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ অবশ্য জানান, ওই সভার জন্যে সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনকে ওই সভায় ডাকা হয়নি। তাদের নিয়ে পরে সভা হবে। মিটিংয়ে উপস্থিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "মিটিংয়ে সবাইকে জানানো হয়েছে। আমি তো সমাজমাধ্যম থেকে জেনেই চলে এসেছি। ব্যক্তিগত অসুবিধের কারণে অনেকে হয়তো না আসতে পারেন।"

ওই মিটিং থেকে সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের ভূমিকার সমালোচনা করেন। যদিও দুই নেতা তাতে গুরুত্ব দিতে নারাজ। দু'জনেই বলেন, "ওই মিটিংয়ের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।" দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধিত সভায় কারা থাকবেন তা নিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমাজ মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। ওই সভায় জেলার সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী, জেলা পরিষদের সদস্য, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারি সভাপতি, পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, অঞ্চল সভাপতি, চেয়ারম্যান, প্রধান ও উপপ্রধান, শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতি, ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের ব্লক সভাপতি, তফশিলি-ওবিসি ও সংখ্যালঘু সেলের ব্লক নেতৃত্ব, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব, নবনিযুক্ত বিভিন্ন স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সদস্য, এবং জেলার অঞ্চল ও ব্লক ভিত্তিক কো-অর্ডিনেটরদের ডাকা হয়েছে।

তৃণমূলের কোচবিহার জেলার রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। একসময় তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। পরিস্থিতির চাপে দিন কয়েক ধরে দূরত্ব মিটিয়ে ফের একসঙ্গে চলতে শুরু করেছেন দু'জন। দলের কর্মসূচির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান্তরালভাবে তারা আলাদাভাবে কর্মসূচি নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে দু'জনের সঙ্গেই তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও মন্ত্রী উদয়ন গুহের বিরোধ সামনে এসেছে। জেলার বর্ধিত সভায় আবার তৃণমূলের বিরোধ স্পষ্ট হল।

## এক লক্ষ কুড়ি হাজার জন বিজেপির সদস্য হল কোচবিহারে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** এবারে কোচবিহারে বিজেপির সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ পেরিয়েছে। দলের তরফে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এবারে কোচবিহারে বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ নিয়েছেন এক লক্ষ কুড়ি হাজার জন। তার মধ্যে সক্রিয় সদস্য হয়েছেন এক হাজার দুশো জন। প্রত্যেক সক্রিয় সদস্যকে একশো জন করে প্রাথমিক সদস্য করতে হয়েছে। কোচবিহারে দলের ওই পারফরম্যান্সে খুশি রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি সমাজমাধ্যমে তা জানিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে এক লক্ষের অধিক সদস্য সংগ্রহ করে রাজ্যের মধ্যে অন্যতম নজির গড়ে তুলেছে কোচবিহার সাংগঠনিক জেলা। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য কোচবিহার সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি, জেলা বিজেপির পদাধিকারীগণ, জেলার বিধায়কগণ সহ বিজেপির সকল কার্যকর্তাকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ও দলের পারফরম্যান্সে খুশি। তিনি বলেন, "এক লক্ষ কুড়ি হাজার সদস্য হয়েছে আমাদের। যা গতবারের তুলনায় অনেক ভালো। এবারে আমাদের সক্রিয় সদস্য বেড়েছে।" তৃণমূল অবশ্য দাবি করেছে, বিজেপির ওই হিসেবের মধ্যে প্রচুর জল মেশানো রয়েছে। এবারে একটু দেরিতে কোচবিহারে বিজেপির সদস্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সিতাই উপনির্বাচনের জন্যে এই জেলায় বিজেপি নির্দিষ্ট সময়ে ওই কাজ শুরু করতে পারেনি। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। প্রথমদিকে বিজেপির সদস্য সেভাবে বাড়াতে পারেনি দলের নেতৃত্ব। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ কোচবিহারে এসে সদস্যপদ বাড়ানো নিয়ে কিছু পরামর্শ দেন। এরপরেই সদস্য বাড়তে শুরু করে। ৩১ ডিসেম্বর বিজেপির সদস্যতা অভিযান শেষ হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে বিজেপির সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার হয়েছে। ছয় বছর পর পর বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান হয়। ছয় বছর মিসডকলের মাধ্যমে কোচবিহার থেকে বিজেপির সদস্য হয়েছিলেন ২ লক্ষ ৫৭ হাজার জন। যদিও বিজেপি দাবি করে, ওই সদস্যের মধ্যে ফর্মপূরণ করেছে ৯০ হাজার জনের তো। সে তুলনায় এবারে অনেকটা বেশি।

## ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিদেশী মুদ্রা উদ্ধার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করল বিএসএফ। এই ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া মার্কিন ডলারের পরিমাণ এক লক্ষ তিন হাজার আটশো USD (যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা)। পাশাপাশি এক লক্ষ বাংলাদেশি টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিএসএফ এর গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের ১৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের তৎপরতায় কোচবিহার জেলার ঝিকরি সীমান্তে এই বিপুল বিদেশী মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়। বুধবার ভোরে ঘন কুয়াশার আড়ালে ভারত থেকে বাংলাদেশে নোটগুলি পাচারের চেষ্টা চলছিল। দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকরি বিওপিতে ঘটনাটি ঘটে। পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। বিএসএফ আধিকারিকের মতে, একটি ব্যাগে ভরে এই বিদেশি নোটগুলি পাচারের পরিকল্পনা ছিল। উল্লেখ্য সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গোরু, গাঁজা, কাফ সিরাপের মতো অবৈধ সামগ্রীর পাচার হলেও এত বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার উদ্ধার এই প্রথম। গোয়েন্দাদের ধারণা, এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক স্তরের একটি বড় পাচারচক্র জড়িত। বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে এই মার্কিন ডলার পাচারের ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে? কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে বিএসএফ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। সীমান্তে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে প্রশাসন।

# সম্পাদকীয়

## দুর্নীতির শেষ নেই!

রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, তা আরও একবার সামনে এল কোচবিহারের দিনহাটায়। যেখানে উদয়ন গুহের মতো শাসক দলের একজন দাপুটে নেতা বসবাস করেন। তিনি এখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্বেও রয়েছেন। সেই দিনহাটা পুরসভার এক কর্মীর বিরুদ্ধে বিল্ডিং নকশা পাশের রসিদ জাল করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তবে শুধু ওই কর্মী নয়, এর পেছনে একটি বড় চক্র রয়েছে বলেই মনে করছে পুলিশ। পুরসভার আরও কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুরসভার বিল্ডিং নকশা পাশের কাজ এখন অনলাইন মাধ্যমে হয়। তারপরেও কি করে ওই কর্মী এমন কাজ করার সুযোগ পেলেন? দীর্ঘদিন ধরে এটা চললেও পুরসভা কেন জানতে পারল না তার রসিদ জাল হয়ে বাজারে ঘুরছে? এর আগে রাজ্যে একাধিক ক্ষেত্রে একের পর এক দুর্নীতি সামনে এসেছে। যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে গোটা রাজ্যে। তার পরেও দিনহাটার মতো একটি মহকুমা শহরে থেকে কিভাবে এমন দুর্নীতির ছক কষার সাহস পেল পুরসভার ওই কর্মী সেটাই এখন লক্ষ টাকার প্রশ্ন।

টিম পূর্বোত্তর

| | |
|---|---|
| সম্পাদক | ঃ সন্দীপন পন্ডিত |
| কার্যকারী সম্পাদক | ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী |
| সহ-সম্পাদক | ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে |
| ডিজাইনার | ঃ ভজন সূত্রধর |
| বিজ্ঞাপন আধিকারিক | ঃ রাকেশ রায় |
| জনসংযোগ আধিকারিক | ঃ বিমান সরকার |


# কোচবিহার ছায়ানীড় নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব

**দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার:** ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় এবং কোচবিহার ছায়ানীড়ের উদ্যোগে ২৫ এবং ২৬ শে ডিসেম্বর ২০২৪, স্থানীয় নাট্যসংঘ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল দুদিনব্যাপী 'কোচবিহার ছায়ানীড় নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব- ২০২৪'। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমাশাসক কুণাল ব্যানার্জী, কোচবিহার সম্মিলিত নাট্যকর্মী মঞ্চের সম্পাদক বিদ্যুৎ পাল। এবছর কোচবিহার ছায়ানীড় সম্মাননা প্রদান করা হয় কোচবিহারের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিশ্বজিৎ ভৌমিককে। এই দুদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নাটক 'পরের উপকার করিও না', পরিবেশনায় কোচবিহার ছায়ানীড়, নির্দেশনায় লোপা কুন্ডু। এরপর পরিবেশিত হয় ঠাকুরনগর মাইম একাডেমি অফ্ কালচার, উঃ ২৪ পরগনার মূকাভিনয়। নির্দেশনায় ছিলেন চন্দ্রকান্ত শিরালি। এরপর মঞ্চস্থ হয় সুনির্মল বসু রচিত নাটক 'বীর শিকারী' পরিবেশনায় কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয় নির্দেশনায় স্বাগত পাল। এরপর মূকাভিনয় পরিবেশন করে ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স, উঃ ২৪ পরগনা, পরিচালনায় জগদীশ ঘরামী। উৎসবের দ্বিতীয় দিন, শুরুতেই স্বাগত পাল নির্দেশিত মূকাভিনয় পরিবেশন করে কোচবিহার ছায়ানীড়। এরপর মঞ্চস্থ হয় নাটক 'সুশোভন প্রকৃতি', নাট্যরূপ ও নির্দেশনা নির্মল দে, পরিবেশনায় সংশপ্তক। এরপর লোপা কুন্ডুর পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে কোচবিহার ছায়ানীড়। নাট্যোৎসবে এরপর মঞ্চস্থ হয় শ্রীপর্ণা দত্ত রচিত নাটক 'অজান্তে', প্রযোজনা অনুভব নাট্য সংস্থা, নির্দেশনায় ডাঃ অশোক ব্রহ্ম। এরপর সোমা পালিতের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে কোচবিহার সৃজনী। এরপর উৎসবের সর্বশেষ নাটক 'শাস্তি' মঞ্চস্থ হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে, নাট্যরূপ গৌতম রায়, প্রযোজনা কোচবিহার বর্ণনা এবং নির্দেশনায় বিদ্যুৎ পাল। নাটক ও মূকাভিনয় উৎসবের এই দু'দিনে দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে 'কোচবিহার ছায়ানীড় নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব- ২০২৪ একটি সফল নাট্যোৎসব।

# গ্রীন কোচবিহার,ক্লিন কোচবিহার সাফাই অভিযানে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** গ্রীন কোচবিহার, ক্লিন কোচবিহার এই স্লোগানকে সামনে রেখেই সাফাই অভিযানে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহার সাগরদিঘি এলাকায় এই সাফাই অভিযান হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সদর মহকুমা শাসক, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রের পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সহ প্রশাসনের আধিকারিকেরা। মূলত কোচবিহার শহরকে জঞ্জাল মুক্ত রাখতে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে এই অভিনব উদ্যোগ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের। এদিন এই অনুষ্ঠানে সমাজকে বার্তা দেওয়ার জন্য একটি সামাজিক নাট্য অনুষ্ঠানও হয়। এছাড়া সবুজয়ানের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন আধিকারিকেরা।

# স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** সাহেবগঞ্জে বিদ্যালয় শিক্ষকদের টিউশনি বন্ধে বিভিন্ন জনের কাছে ডেপুটেশন প্রদান সাহেবগঞ্জ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির। সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ এই ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা। এদিন সাহেবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, দিনহাটা ৩ নম্বর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পাশাপাশি সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি প্রদান করে সাহেবগঞ্জ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। তাদের অভিযোগ কলকাতা হাইকোর্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কড়া নির্দেশিকা রয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা টিউশনি পড়াতে পারবেন না, তথাপিও সেই নির্দেশ অমান্য করে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকরা অবৈধভাবে গৃহ শিক্ষকতার সাথে যুক্ত রয়েছেন। যার ফলে বেকার ছেলেমেয়েরা যারা গৃহ শিক্ষকতার সাথে যুক্ত তাদের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সাহেবগঞ্জ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির তরফে বিদ্যালয় শিক্ষকদের টিউশনি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয় এই স্মারকলিপির মাধ্যমে। এদিন সাহেবগঞ্জ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন জনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

# সিউড়িতে হৃদয় চুরি করল যুবক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম:** সিউড়ি পুরসভার 'আমার ভালোবাসা সিউড়ি'- লেখার মাঝের 'হৃদয়' চিহ্নটি চুরি করেছিলেন এক যুবক। কিন্তু ঘটনাচক্রে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আগেই ভেঙে গিয়েছিল প্লাস্টিকের ওই 'হৃদয়'। সরকারি জিনিস হস্তগত করার অপরাধে ধরাও পড়েন ওই যুবক। ধরা পড়ার পরে সমস্ত ঘটনা সিউড়ি থানার পুলিশকে জানান ওই যুবক। না, পুলিশ শাস্তি-টাস্তি কিছু দেয়নি। বরং আশ্চর্য মানবিক হয়ে উঠেছিল তারা ওই যুবকের সমস্ত ঘটনা শুনে। পুলিশ আর সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান যুবকের স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য কিনে দিলেন এইগুচ্ছ গোলাপ! থানার বাইরেই স্ত্রীকে গোলাপ দেন তিনি। পাশাপাশি পায়ে হাত দিয়ে স্ত্রীকে প্রণাম করেন। তিনি প্রতিজ্ঞাও করেন যে, আর কোনও দিন কোনও কারণেই চুরি করবেন না তিনি। এই মর্মে কাগজে সই করিয়ে যুবককে ছেড়ে দেয় পুলিশ। পুলিশ আর সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানই একগুচ্ছ গোলাপ কিনে দেন ওই যুবককে। থানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই স্ত্রীর হাতে ওই গোলাপ তুলে দেন হৃদয় চিহ্ন-চোর স্বামী।

# নিউ ইয়র্কে আর্ট ওমনিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের সৌভিক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার:** আন্তর্জাতিক স্তরে নিউ ইয়র্কে আর্ট ওমনিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক সৌভিক দে সরকার। সৌভিক বর্তমানে আলিপুরদুয়ার শহরের গোবিন্দ হাইস্কুলে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইংরেজির শিক্ষক হয়েও বরাবরই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জানা গেছে, তিনি ইতিমধ্যেই অনবদ্য লেখনীর জন্য সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। এবার নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন দেশের লেখকদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক প্রজেক্টের কাজে যোগ দিতে চলেছেন সৌভিক দে সরকার। ইতিমধ্যেই আর্ট ওমনি থেকে তাকে ইমেইলের মাধ্যমে ওই প্রজেক্টে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুমোদন জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। জানা গেছে, নিউ ইয়র্কে আর্ট অমনিতে বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীর বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে আলোচনা বা গবেষণা প্রজেক্টের কাজ করবেন সৌভিক দে সরকার। আগামী বছর আনুমানিক সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর লেখকদের নিয়ে প্রজেক্টের কাজ চলবে নিউ ইয়র্কে। সৌভিক দে সরকারের এই কাজের সুযোগের বিষয় জানাজানি হতেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন লেখক ও সাহিত্যিক মহল। বর্তমানে তিনি সেই প্রজেক্টের কাজের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন। এখন শুধু ভিন দেশে পাড়ি দেওয়ার সময়ের অপেক্ষায় সৌভিক।

নতুন বছরে নিজস্বী

# ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবি নস্য শেখ সংগঠনের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার সহ একাধিক দাবিতে জেলাশাসকের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ। সম্প্রতি তারা কোচবিহার জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে ওই স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদিন তারা কোচবিহার রাসমেলার মাঠে জমায়েত হন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন সেখানে। সেখান থেকে মিছিল বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে জেলাশাসকের অফিসে পৌঁছায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও যে সব দাবি করা হয়েছে সেগুলো হল, এনআরসি, সিএএ'র নামে হয়রানি বন্ধ, নস্যশেখ থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত আদি ভূমিপুত্র জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়া, কেন্দ্র সরকারের আনা ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া, ওবিসি সার্টিফিকেট পুনর্বহাল, উত্তরবঙ্গের জন্য একটি পৃথক ওয়াকফ বোর্ডের স্বনির্ভর শাখা, উত্তরবঙ্গের একটি হজ হাউস তৈরি, উত্তরবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এর শাখা তৈরি, উত্তরবঙ্গে সংখ্যালঘু স্ট্যাটাস প্রাপ্ত একাধিক কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রতিটি মহকুমা শহরে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় একটি করে বয়েজ হোস্টেল এবং একটি করে গার্লস হোস্টেল তৈরি করতে করা, সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক কোচিং সেন্টার এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে একটি উন্নতমানের আবাসিক কোচিং সেন্টার, প্রতিটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের অর্থ দিয়ে তেলেঙ্গানা মডেলে একটি করে আবাসিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সংখ্যালঘু দপ্তরের এবং অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দকৃত অর্থ সংখ্যালঘুদের তথা অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ, নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান জনজাতির মানুষকে করার দাবি জানানো হয়।

# চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে মিছিল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** বাংলাদেশ সম্মিলীত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির দাবিতে কোচবিহারে প্রতিবাদ মিছিল করল সুদর্শন সেবাসংঘ। বৃহস্পতিবার দুপুরে কোচবিহার বাদুড় বাগান মোড় থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে। সংগঠনের দাবি, বাংলাদেশে হিন্দু সনাতনীরা অত্যাচারিত হচ্ছে। বিনা কারণে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে আটকে রাখা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি দেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

# অরুণেশের জন্মদিন পালন

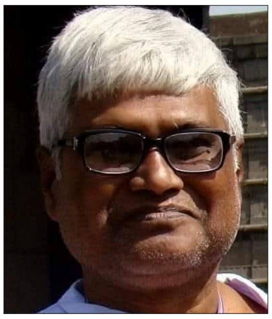

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কবি ও লেখক অরুণেশ ঘোষের জন্মদিন পালিত হল কোচবিহারের একাধিক জায়গায়। গত ২৯ ডিসেম্বর কবির বাড়িতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ওই দিন কোচবিহারের সাহিত্যসভার পাশে চিত্রশিল্পী শ্রীহরি দত্তের স্টুডিওতে কবির জন্মদিন পালন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল নীলাদ্রি দেব, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, দীপায়ন পাঠক, পার্থপ্রতিম রায়। সেখানে কবির জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়। ওইদিন কোচবিহার জেলা বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামও কবির নামে উৎসর্গ করা হয়। সেখানেও কবির সাহিত্য ও জীবন বিষয়ক আলোচনা হয়। ওই আলোচনায় অংশ নেন কবি ও লেখক শৌভিক দে সরকার, অধ্যাপক রঞ্জন রায়, সাবলু বর্মণ, লেখক সব্যসাচী ঘোষ, প্রদীপ ঝা। অনুষ্ঠাব সঞ্চালনা করেন সঞ্জয় সাহা

# পুরনো মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে লকেট চট্টোপাধ্যায় কোচবিহারে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** সাত বছর আগের একটি মামলায় হাজিরা দিতে কোচবিহারের দিনহাটায় পৌঁছালেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার ৩ জানুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটা আদালতে হাজিরা দেন তিনি। ২০১৭ সালের ১৪ মে ভেটাগুড়িতে তৃণমূল-বিজেপি লড়াইয়ে দিনভর উত্তপ্ত হয় দিনহাটা। সেই দিন বেশ কয়েকটি বাড়ি, পার্টি অফিস ভাঙচুর ও আগুন ধরানোর ঘটনাও ঘটে। ভাঙচুর করা হয় চারটি গাড়ি, দশটি মোটরবাইক এবং বেশ কিছু টোটো। সেই দিন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় দলের রাজ্য নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ও জেলা নেতাদের নিয়ে ভেটাগুড়িতে এক বিজেপি কর্মীর বাড়ি যাচ্ছিলেন লকেট। তখন পথে তাঁকে তৃণমূল কর্মীরা কালো পতাকা দেখায় বলে অভিযোগ। সেখান থেকে ভেটাগুড়িতে ফেরার সময়েই গোলমাল শুরু হয়। অভিযোগ ছিল, তাঁদের কনভয়ের উপরে হামলা চালান তৃণমূল কর্মীরা। বিজেপির এক জেলা নেতার গাড়ি, কয়েকটি মোটরবাইক ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। কয়েক জনকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় লকেটের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও মারপিট করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। প্রতিবছর ওই মামলায় দিনহাটা কোর্টে হাজিরা দিতে আসেন লকেট। এদিন তিনি কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিতেও যান। তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী দীপা চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।

# ডিএম-এসপির ভূমিকায় ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** দিল্লি পুলিশ প্রশ্নে কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা ও পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কলকাতার নবান্ন সভাগৃহে রাজ্যের পর্যালোচনার বৈঠক হয়। সেখানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বেশ কিছু অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "বেশ কয়েক দিন ধরে দিনহাটার গ্রামে দিল্লি পুলিশ পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের যাচাইয়ের নামে নানাভাবে হেনস্থা করছে। এমন কথা শুনিনি লোকাল পুলিশ তাদের সঙ্গে থাকছে। সরাসরি তারা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে পরিচয় যাচাই করছে। যার ফলে একটি রাজনৈতিক দল পরবর্তী সময়ে সেই লোকগুলোর কাছে গিয়ে বলছে হয় আমাদের সাথে থাকো না হলে এরপরে তোমাদের অনেক বড় বিপদের মুখে পড়তে হবে।" মন্ত্রী উদয়ন গুহর কাছে এই বিষয়টি শোনার পরেই কোচবিহারে জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে গোটা বিষয়টি জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কারও উত্তরেই তিনি খুশি হতে পারেননি। জেলাশাসক জানিয়েছিলেন, কিছু তথ্য যাচাইয়ের জন্যে তারা এখানে এসেছে। পুলিশ সুপারও তেমনটা উত্তর দিয়েছিলেন। এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহারের ডিএম ও এসপিকে কার্যত ধমক দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এভাবে দিল্লি পুলিশ এসে তদন্ত করতে পারে না। সে জন্য স্থানীয় পুলিশের অনুমতি নিতে হয়। আর তথ্য যাচাই দিল্লি পুলিশ কেন করবে? এটা এই রাজ্যের পুলিশ করবে।" কেন বিষয়টি রাজ্যের ডিজিকে জানানো হয়নি সে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন "তোমরা বিএসএফকে খিচুড়ি আর দিল্লির পুলিশকে বিরিয়ানি খাইয়ে রাজ্যটাকে রসাতলে পাঠাচ্ছ।" পাশাপাশি এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও মুখ্য সচিবকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয় মন্ত্রী উদয়ন গুহকে নির্দেশ দেন আগামীতে যদি এ ধরনের অভিযোগ আসে তাহলে সরাসরি তাঁকে জানাতে। বাংলাদেশে অস্থিরতা পরিস্থিতি জেরে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের আশংকা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করেন তাঁদের পরিচয় সঠিক কি না তা যাচাই করতেই দিল্লি পুলিশের একটি দল দিনহাটার সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন গ্রামে দিল্লিতে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে পরিচয় পত্র যাচাই করছে। তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে ফরওয়ার্ড ব্লক।

# টাটা সল্টের আয়োডিনযুক্ত লবণের সাথে সুস্থ রাখুন নিজেকে

**হাওড়া:** আয়োডিনের ঘাটতি মোকাবেলা করতে ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা সম্ভব হয়েছে টাটা সল্টের মাধ্যমে। আয়োডিন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। এটি থাইরয়েড ফাংশনকে প্রভাবিত করে এবং আয়োডিনের অভাবজনিত ব্যাধি (IDD) থেকে মুক্ত করে। এই ব্যাধিগুলি সমস্ত বয়সের মানুষকে প্রভাবিত করে, তবে বিশেষ করে শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য গুরুতর পরিণতি তৈরী করতে পারে।

আয়োডিনের অভাবজনিত ব্যাধির মধ্যে আরেকটি হল হাইপোথাইরয়েডিজম। যদি থাইরয়েড পর্যাপ্ত হরমোন তৈরি না করতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা না হয়, তবে এটি জীবন-হুমকি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি মানসিক বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে এবং গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি মৃতপ্রসব, গর্ভপাত সংক্রান্ত সমস্যাগুলির ঝুঁকি বাড়ায়।

তবে, এই সমস্যাগুলির সমাধান টাটা সল্টের আয়োডিনযুক্ত লবণের মাধ্যমে নিরাময় করা যেতে পারে, রান্নায় লবন যোগ করে। ভারত, লবণের আয়োডিনকরণ বাধ্যতামূলক করেছে এবং ১৯৮৩ সাল থেকে টাটা সল্ট এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

এই বিষয়ে টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টের প্যাকেজড ফুডসের প্রেসিডেন্ট দীপিকা ভান বলেছেন, "টাটা সল্ট আয়োডিনের অভাবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সঠিক পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ সরবরাহ করতে নিবেদিত। আমাদের ব্র্যান্ড লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবারকে তাদের সুস্থতার জন্য মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করতে পেরে আনন্দিত।" ইন্ডিয়া আয়োডিন সমীক্ষা ২০১৮-১৯ এ দেখা গেছে যে টাটা সল্ট উল্লেখযোগ্যভাবে আয়োডিনের অভাবজনিত ব্যাধি কমিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ১৫ পার্টস পার মিলিয়ন (পিপিএম) এর সমান বা তার বেশি আয়োডিন সামগ্রী সহ পরিবারের কভারেজ ছিল মাত্র ৭৬.৩%। তবে পশ্চিমবঙ্গে, পর্যাপ্ত আয়োডিনযুক্ত লবণের পরিবারের কভারেজ মাত্র ৭৯.৯%। বর্তমানে আয়োডিনের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য টাটা সল্ট, টাটা সল্ট লাইট এবং টাটা হিমালয়ান রক সল্ট ভারতীয়দের মধ্যে সচেতনতা বাড়াচ্ছে।

# সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াচ্ছেন ডাঃ কৌস্তভ দেবনাথ

**কলকাতা:** বিশ্বজুড়ে জীবন-হুমকি, অক্ষমতা এবং প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা, যার পরিণতি ডাক্তার, নার্স এবং প্যারামেডিকরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করেন। এই দুর্ঘটনাগুলি আঘাত এবং মৃত্যুর সবচেয়ে প্রতিরোধযোগ্য কারণগুলির মধ্যে একটি, যার ফলে বছরে ১.৩৫ মিলিয়নেরও বেশি মৃত্যু ঘটে। প্রতিটি প্রাণহানির জন্য, অগণিত অন্যান্য আঘাত ভোগ করতে হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মস্তিষ্কের আঘাত, মেরুদন্ডের ক্ষতি, অঙ্গচ্ছেদ, ফ্র্যাকচার এবং মানসিক আঘাতের ঘটনাগুলি ঘটে, যা নিরাময়ে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। তাই, ডাঃ কৌস্তভ দেবনাথ, কলকাতার মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জন, সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে ফোকাস করে বলেন, "সড়ক নিরাপত্তা শুধু ট্রাফিক আইন মেনে চলা নয়; এটি একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা যার জন্য সামাজিক মনোযোগ প্রয়োজন।" যারা গুরুতর অ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে যায় তাদের পুনরুদ্ধারের যাত্রা দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক হতে পারে, যার জন্য একাধিক অস্ত্রোপচার, শারীরিক থেরাপি এবং মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসাগত প্রভাবের বাইরেও, দুর্ঘটনার শিকার এবং তাদের পরিবারের উপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলে। বর্তমানে, ডাঃ দেবনাথ যেসব রোগীদের চিকিৎসা করেছেন তাদের অনেকেই সড়কে সাধারণ নিরাপত্তাগুলি মেনে চললে হয়তো দুর্ঘটনাগুলি এড়াতে পারতেন। তিনি যোগ করে বলেন, "প্রতিরোধযোগ্য দুর্ঘটনায় জীবন হারানো বা অপূরণীয়ভাবে পরিবর্তিত হওয়া ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করা সত্যি হৃদয়বিদারক।" ডাঃ দেবনাথ, প্রধান দুর্ঘটনা এড়াতে কিছু সড়ক নিরাপত্তা টিপসের শেয়ার করেন, যেগুলি হল সিট বেল্ট এবং হেলমেট পরা, ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলা, মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলা, ওভারস্পিডিং এবং প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার ব্যবহার করা। এছাড়াও, তিনি বলেন যে তার ভূমিকা কেবল চিকিৎসা শেষ হলেই সম্পন্ন হয় না, তিনি সবসময়ই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বকে বিশ্বাস করেন, যার মধ্যে রয়েছে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা। সড়ক দুর্ঘটনা যেভাবে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হ্রাস করতে সড়কে সকলকে নিরাপদ অভ্যাস গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

# ইউজেনিক্স- এর হেয়ার রেস্টোরেসনের জার্নিতে বলিউড আইকন বনি কাপুর

**মুম্বাই:** ইউজেনিক্স হেয়ার সায়েন্সেস, ভারতের সেরা হেয়ার রেস্টোরেসন ক্লিনিক, বলিউড তারকা বনি কাপুর, ডাঃ প্রদীপ শেঠি, এবং ডাঃ আরিকা বনসাল সহ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখানে বনি কাপুর তার অসাধারণ হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট জার্নি শেয়ার করার সাথে হেয়ার রেস্টোরেসনের কৌশলের উদযাপন করেছে। এই ইভেন্টে ইউজেনিক্সের সাথে নিজের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে বনি কাপুর বলেন, "হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট আত্ম-যত্ন এবং আত্মবিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ব্যক্তিরা অল্প বয়সী এবং আরও আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে পারে। হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এমন একটি উপহার যা প্রত্যেকেরই প্রাপ্য।" ইউজেনিক্স হেয়ার সায়েন্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডঃ আরিকা বনসাল, ক্লিনিকের বৈপ্লবিক ডাইরেক্ট হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট (DHT) প্রযুক্তিগুলিকে হাইলাইট করেন। তিনি বলেন, "ইউজেনিক্স প্রাকৃতিক, দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল প্রদানের জন্য ব্যক্তিগতকৃত যত্নের সাথে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সংমিশ্রণ করে, যা ব্যক্তিদের জীবনকে উন্নত করার দিকে ফোকাস করে।" ইভেন্টে বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আনিসবাজমি একটি আশ্চর্যজনক উপস্থিতি দেখিয়েছিলেন, যিনি জানান যে তিনিও সম্প্রতি ইউজেনিক্সে চুল প্রতিস্থাপন করেছেন। বনির এই রূপান্তর আনিসকে ইউজেনিক্সের এই হেয়ার রেস্টোরেসন জার্নিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। ইউজেনিক্স হেয়ার সায়েন্সেস, ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত, যা হেয়ার রেস্টোরেসনের ক্ষেত্রে শীর্ষ নেতা, ৩০ টি দেশের ক্লায়েন্টদের জন্য ১৬,০০০ টিরও বেশি পদ্ধতি সম্পাদন করেছে। শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সুনামের সাথে, ইউজেনিক্স হল সেই ব্যক্তিদের জন্য আদর্শ গন্তব্য যারা চুলের যত্ন এবং রূপান্তরকারী ফলাফলের সন্ধান করছে। একইসাথে, ইউজেনিক্সের সাথে মহম্মদ শামি এবং মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের মতো ক্রীড়া আইকনও জড়িত।

# বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের 'বড়তে রাহো' নতুন ব্র্যান্ড ফিল্মের পরবর্তী পর্ব

**কলকাতা:** বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড 'বড়তে রাহো' প্রচারাভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে আরেকটি ফিল্ম নিয়ে এসেছে। লক্ষ্য জীবনের প্রতিটি সাধারণ মুহূর্তকে উদযাপন করা। নতুন প্রচারাভিযান ব্যক্তিদের বর্তমান সময়ে সাহসের সঙ্গে বাঁচতে উৎসাহিত করবে। এটি সকলকে "একদিন আমি করব" থেকে "আজ আমি পারব"-তে নিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়। এটি দেখায় যে কীভাবে আর্থিক নিরাপত্তা ব্যক্তিদের বর্তমান সময়ে স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করে। বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড জানায় যে ভুল কোনও ব্যর্থতা নয়; বরং ভুল থেকে শেখার পদ্ধতি বড়ই সহজ। সেজন্য তারা দুটি নতুন ব্র্যান্ড ফিল্ম- 'মিসটেক অ্যান্ড ড্রিমস' চালু করেছে।

বিশাল কাপুর, সিইও, বন্ধন এএমসি, শেয়ার করেছেন, "গত বছর যখন আমরা 'বড়তে রাহো' চালু করি, তখন এটি মানুষকে প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপন করতে এবং ছোট ছোট জিনিসে আনন্দ খুঁজে পেতে উৎসাহিত করেছিল। এবছর, আমরা এটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

আনন্দ উদযাপন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং এগিয়ে যাওয়ার নীতির মধ্যে নিহিত, 'বড়তে রাহো' ব্যক্তিদের প্রতিদিনের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি মানুষকে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে নয়, আজ সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করার জন্য বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

ক্যাম্পেইনটিতে প্রিয় নেমা ফ্যামিলির মিস্টার এবং মিসেস নেমা, তাদের সন্তান নিও ও নিয়া এবং তাদের কুকুর পান্ডা-র ফিরে আসার গল্প রয়েছে। এইবার, পরিবারের গল্পগুলি কীভাবে আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে সকলের স্বপ্নকে পুনরায় আবিষ্কার করতে এবং বিপত্তি থেকে শেখার ক্ষমতা দেয় তার উপর ফোকাস করে তৈরি।

'মিসটেক দেখুন' - https://www.youtube.com/watch?v=ZmYbPc_wKO4

'ড্রিমস' দেখুন - https://www.youtube.com/watch?v=wNoDimFgeDY

# মার্স ওয়ার্ল্ড সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ তরুণরাই পোষা প্রাণীর মালিক

**কলকাতা:** মার্স পেটকেয়ার, পোষা প্রাণীর পুষ্টি এবং যত্নে বিশ্ব সেরা সংস্থা, সম্প্রতি গ্লোবাল পেট প্যারেন্ট সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশিত করেছে, যেখানে ভারতে ১০০০ জন এবং বিশ্বব্যাপী ২০,০০০ জনেরও বেশি পোষ্য অভিভাবকরা (কুকুর এবং বিড়ালের মালিক) যুক্ত। সার্ভেতে এও দেখা গেছে যে পোষ্যদের অভিভাবকরা আগের চেয়েও এখন অনেক ভালো মানসিক সম্পর্ক তৈরী করতে পারছে। মার্স পেটকেয়ারের এই সার্ভে অনুসারে, বিশ্ব জুড়ে পোষা প্রাণীর মালিকানার ক্ষেত্রে একইরকম বৃদ্ধি দেখা গেছে, যেখানে উত্তরদাতাদের ৫৬% পোষ্য অভিভাবক হিসাবে চিহ্নিত এবং অর্ধেকেরও বেশি প্রথমবার দত্তক নিয়েছে। তারা জানায় যে কুকুর বা বিড়াল তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ধরনের অন্তর্দৃষ্টি মার্স পেটকেয়ারকে নতুন ধারণা নিয়ে আসতে এবং আশেপাশের পোষা প্রাণীদের মালিকদের চাহিদা মেটাতে তাদের পণ্যগুলিকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে। জেন জি এবং মিলেনিয়ালদের জন্য পোষা প্রাণী হল এমন সঙ্গী যারা নিঃশর্ত ভালবাসা দেয়, স্ট্রেস কমায় এবং চমৎকার সম্পর্ক তৈরি করে। ভারতে, ৬০% এরও বেশি তরুণ বিড়াল মালিক এবং ৬৪% তরুণ কুকুরের মালিকরা বলেছে যে তাদের পোষা প্রাণী তাদের চাপ এবং উদ্বেগ মোকাবেলায় অস্বাভাবিক সহায়তা করেছে। মার্স পেটকেয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সলিল মূর্তি এই ফলাফল সম্পর্কে নিজের ফিলিং শেয়ার করে বলেন যে, ভারতীয় পোষা প্রাণীর মালিকদের একটি নতুন প্রজন্ম বিশ্বাস করে যে তাদের পশুরা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তরুণ ভারতীয়রা রেকর্ড পরিমানে পোষা প্রাণী দত্তক নেওয়ার দিকে ঝুঁকেছে। পোষ্য বাবা-মায়েরা হলেন মার্স পেটকেয়ারের আবেগ। আমরা পোষা প্রাণীদের যত্নে ১০০% সম্পূর্ণ এবং সুষম পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য নিবেদিত, আমাদের লক্ষ্য পোষ্যদের পুষ্টির সাথে সাথে তাদের জীবনকে উন্নত করা এবং পোষা প্রাণীর অভিভাবকদের চাপ কমাতে সাহায্য করা।

# ভারতে ২৫টি নতুন শাখার উদ্বোধন করল এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড

**মুম্বাই:** এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড, ভারতের অন্যতম মিউচুয়াল ফান্ড হাউস, ভারত জুড়ে ২৫টি নতুন শাখা চালু করেছে। এর মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ড তার নাগাল প্রসারিত করবে এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে। শাখাগুলি ভরতপুর, ভুসাভাল, ভারাছা, বোপাল, ওয়াকাদ, চিত্তোরগড়, জালনা, আজমগড়, পূর্ণিয়া, আরাহ, বদলাপুর, ফিরোজপুর, বারাসাত, বেরহামপুর, বোলপুর, কোল্লাম, খাম্মাম সহ বিভিন্ন অঞ্চলে খোলা হয়েছে। এইচডিএফসি এএমসি, দেশ জুড়ে ২৫০ টিরও বেশি শাখায় তার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে, যা এটিকে ভারতের নির্মাতাদের মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য সম্পদ করে তুলেছে। শাখাগুলির মাধ্যমে শহুরে এবং আধা-শহুরে উভয় এলাকায় মিউচুয়াল ফান্ড এই আর্থিক সমাধানগুলিকে ভারতীয়দের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এই সম্প্রসারণের লক্ষ্য হল অনুন্নত বাজারে আর্থিক সাক্ষরতা এবং পরিষেবা প্রদান করা, যা ভারত জুড়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচারের সেবি-এর উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, এইচডিএফসি এএমসি লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শ্রী নবনীত মুনোট বলেছেন, "এইচডিএফসি এএমসি-তে আমরা এই নতুন ২৫ টি নতুন শাখা চালু করে প্রতিটি ভারতীয়কে সম্পদ নির্মাতাকারী করে তুলতে চাই। প্রতিটি শাখা একটি সেতু হিসাবে কাজ করে যা স্থানীয় আকাঙ্ক্ষাকে সঠিক বিনিয়োগের সুযোগের সাথে সংযুক্ত করবে।"

# এক লক্ষ গাড়ি উৎপাদনের মাইলফলকে ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া

**কলকাতা:** অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী সিটি উৎপাদন কেন্দ্রে এক লক্ষতম গাড়ি উৎপাদন করার ঘোষণা করেছে ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া। এই সাফল্য ভারতের বাজারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির পরিচয় বহন করছে। ইসুজুর এই মাইলফলকটি ইসুজু ডি-ম্যাক্স ভি-ক্রসের উদ্বোধনের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে। এই গাড়িটি তার ডুরাবিলিটির জন্য পরিচিত। ইসুজুর সাফল্যসূচক এই অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সচিব ড. এন. ইউভারাজ। ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও এমডি মিস্টার রাজেশ মিত্তাল উল্লেখ করেছেন যে তাদের শ্রমশক্তির ২২% নারী, যা কোম্পানির বৈচিত্র্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ইসুজুর ডেপুটি এমডি তোরু কিশিমোতো ইসুজুর উচ্চমানের, নির্ভরযোগ্য যানবাহন প্রদানের উপর জোর দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ইসুজু ২০১৬ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করার পর এবং ২০২০ সালে নতুন প্রেস শপ ও ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টের সঙ্গে সম্প্রসারণ করে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। গত দুই বছরে যানবাহন ও ইঞ্জিনের উৎপাদন দ্বিগুণ করেছে ইসুজু। এইসঙ্গে, ইসুজু তাদের 'কাস্টমার এনগেজমেন্ট' বাড়ানোর জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের উপস্থিতি এবং টাচপয়েন্টগুলি বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা গুণমান এবং পরিষেবার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়তর করে তুলবে।

# প্রতিদিন একমুঠো বাদামের সাথে স্বাস্থ্যকে করে তুলুন চনমনে

**কলকাতা:** ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যালমন্ড বোর্ড কলকাতার দ্য ললিত-এ "আজকের দ্রুত-গতির জীবনধারায় স্বাস্থ্যকে সহায়তা করার জন্য প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি," শিরোনামের একটি অধিবেশনের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে ডঃ রোহিনী পাতিল, এমবিবিএস এবং পুষ্টিবিদ এবং জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জি সহ প্যানেলিস্টরা, সচেতন খাদ্য পছন্দ এবং একটি সুষম খাদ্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেন, যেখানে সঞ্চালনায় যুক্ত ছিলেন আরজে শেলী। তারা আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখতে ডায়েটে আলমন্ড যোগ করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি একটি স্মার্ট চয়েস, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুস্থ জীবনধারা চালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে ভারতীয়রা ক্রমশই ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং স্থূলতার মতো রোগগুলিতে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মতে, বার্ষিক ৬ মিলিয়ন ভারতীয়রা এই রোগগুলিতে আক্রান্ত হচ্ছে, যার ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে এমবিবিএস ও পুষ্টিবিদ, রোহিনী পাতিল, সকলের জন্য একটি সুষম ডায়েট বজায় রাখতে আলমন্ড যোগ করার পরামর্শ দেন, যা একটি প্রাকৃতিক খাবার। তিনি সবসময়ই তার ক্লায়েন্টদের প্রক্রিয়াজাত স্ন্যাকসের পরিবর্তে ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ড খাওয়ার পরামর্শ দেন। এটি ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ যা রক্তে শর্করা, ওজন, LDL এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তবে শুধু ডায়েটই নয়, নিজেকে সুস্থ রাখতে নিয়মিত যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের মতো অভ্যাসগুলোও অনুশীলন করা প্রয়োজন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, জানান যে, বিনোদন জগতে কাজ করার অর্থই হল ব্যস্ত সময়সূচী এবং সবসময় ক্যামেরার সামনে নিজের সেরা লুকটি তুলে ধরা। আমার কাছে নিয়মিত ব্যায়াম এবং খাদ্যের সমন্বয় অপরিহার্য এবং নিজের খেয়াল রাখতে বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ড আমার জন্য একটি গেম চেঞ্জার হয়েছে।

# কিক্কো-র ফ্ল্যাগশিপ স্টোর খোলা হল গুরগাঁওয়ে

**কলকাতা:** ৬৫ বছরের বেশি সময় ধরে শিশুদের যত্নের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত নাম 'কিক্কো' গুরগাঁওয়ের অ্যাম্বিয়েন্স মলে ভারতে তাদের বৃহত্তম ফ্ল্যাগশিপ স্টোর উদ্বোধন করেছে। এই নতুন স্টোরটি ভারতের বাজারে কিক্কো ব্র্যান্ডের রিটেল উপস্থিতি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন, যা জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) উচ্চ-মানের বেবি প্রোডাক্টের জন্য বাড়তে থাকা চাহিদা পূরণ করবে। অ্যাম্বিয়েন্স মলের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত এই প্রশস্ত স্টোরটি অভিভাবকদের জন্য একটি উষ্ণ ও মনোরম পরিবেশে শিশুদের যত্নের সমৃদ্ধ পণ্যসম্ভার, যেমন পোশাক, স্ট্রলার, সেফটি সিট, এবং ফীডিং অ্যাক্সেসরিজ অন্বেষণের উপযুক্ত স্থান। এখানকার যাবতীয় পণ্য নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, যার পেছনে রয়েছে কিক্কো রিসার্চ সেন্টারের কর্মধারা। আর্টসানা ইন্ডিয়ার সিইও রাজেশ ভোহরা বলেছেন, এই স্টোরটি কিক্কো-র লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা বিশ্বস্ত শিশু-যত্ন সংক্রান্ত পণ্যগুলিকে পরিবারের কাছে আরও সহজলভ্য করে তুলতে চায়। তিনি বলেন, ব্র্যান্ডটি ইন-স্টোর অভিজ্ঞতা বাড়ানোর পাশাপাশি অনলাইন ও ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিক্কোর এই সম্প্রসারণ ভারতের বিভিন্ন শহরে, বড় নগরী থেকে ছোট শহরগুলিতে আরও বেশি সংখ্যক পরিবারের কাছে পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, যা গুণগতভাবে সচেতন অভিভাবকদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে।

# ১০০তম তানসেন সংগীত সমারোহে সৃষ্টি হল গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

**শিলচর:** ১০০তম তানসেন সংগীত সমারোহ এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে; ৫৪৬ জন সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে বৃহত্তম হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল ব্যান্ডের জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। ঐতিহাসিক গোয়ালিওর দুর্গে অনুষ্ঠিত এই মহান অনুষ্ঠানে তিনটি ঐতিহ্যবাহী রাগ উপস্থাপিত হয়েছিল: রাগ মালহার, রাগ মিয়া কি তোড়ি, এবং রাগ দরবারি। মধ্যপ্রদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই মাইলফলক উদযাপনটি গোয়ালিওরের সম্প্রতি ইউনেস্কো সিটি অফ মিউজিক হিসেবে স্বীকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি সারা বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করেছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কনসালটেন্ট নিশ্চল বাড়ট, যিনি তার ৫৩তম সফল রেকর্ড সম্পন্ন করেছেন, তিনি সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতিভা ও দলগত কাজের প্রশংসা করে বলেছেন, এই সাফল্য ভারতীয় ক্লাসিক্যাল মিউজিকের চিরকালীন আবেদনের প্রতিফলন। কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী তানসেনকে সম্মান জানিয়ে তানসেন সংগীত সমারোহ ৯৯ বছর ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে। এই বছরের রেকর্ড শুধুমাত্র তাঁর ঐতিহ্যকে সম্মানিত করছে না, বরং গোয়ালিওরের বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মর্যাদা বাড়াচ্ছে। সংস্কৃতি বিভাগের এক মুখপাত্র এই অনুষ্ঠানকে জাতির জন্য গর্বের মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি অংশগ্রহণকারী সঙ্গীতশিল্পীদের ঐক্য ও শিল্পকৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুষ্ঠানটি প্রবল করতালির সঙ্গে শেষ হয়, যা তানসেন সংগীত সমারোহের শতবার্ষিকীকে অমর করে রাখার প্রতীক।

# ইউটিআই ভ্যালু ফান্ড: মার্কেট ক্যাপ জুড়ে সুযোগের সন্ধানে সেরা

**দুর্গাপুর:** আর্থিক বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই ভাল-বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিলগুলিতে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেন, যেমন বড় ক্যাপ ফান্ড, যা বাজার মূলধনের ৮০-৮৫% কভার করে। যাইহোক, এই তহবিলগুলি সবসময় বাজার জুড়ে সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, কারণ এতে বিভিন্ন বাজার মূলধন, বিনিয়োগ পদ্ধতি বা বাজারের চক্রাকারে সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ইউটিআই ভ্যালু ফান্ড হল এমন একটি ফান্ড যা সুযোগের সন্ধান করে তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর ভিত্তি করে স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। এমনকি, এটি সময়ের সাথে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বর্তমান নগদ প্রবাহও করার সুযোগ দেয়।

অবমূল্যায়িত ব্যবসাগুলি স্পেকট্রামের দুটি প্রান্তে পাওয়া যেতে পারে: বাজারের অবমূল্যায়নের কারণে অবমূল্যায়িত বা চক্রীয় কারণগুলির কারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া। এই কোম্পানিগুলি আকর্ষণীয় এন্ট্রি পয়েন্ট অফার করে যদি তাদের মূল ব্যবসা স্বাস্থ্যকর থাকে এবং একটি ভাল ভবিষ্যতের পথ দেখায়।

ইউটিআই ভ্যালু ফান্ড, ফান্ড ম্যানেজারদের পোর্টফোলিও ঝুঁকি হ্রাস করার সাথে সাথে অনন্য সুযোগ খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়। এটি ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যা দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি এবং মাঝারি ঝুঁকি, বাজারের অবস্থার সাথে মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদে যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন খোঁজে।

২০০৫ সালে চালু হওয়া ইউটিআই ভ্যালু ফান্ডটি ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ১০,১৫০ কোটি টাকার এইউএম এ রয়েছে। যেখানে লার্জ ক্যাপগুলিতে ৬৫% বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং এবং বাকিগুলি মধ্য ও ছোট ক্যাপগুলিতে রয়েছে। এর শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, ইনফোসিস, ভারতী এয়ারটেল, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যা পোর্টফোলিওর হোল্ডিংয়ের প্রায় ৪১% জন্য অ্যাকাউন্ট।

# মৎস চাষীদের শীতকালীন চাষাবাদে সাহায্য করবে গোদরেজ এগ্রোভেট

**নদিয়া:** প্রতিবছরই রাজ্যের মৎস্য শিল্প শীতের কারণে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং এই সময়ে তাপমাত্রা হ্রাসের কারণে জল আরও ঠান্ডা হয়ে যায়। ফলে, মাছের হজমের এনজাইম কার্যকলাপ কমে যায় এবং পুষ্টির শোষণের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি হয়। এটি কেবল মাছই নয় বরং মৎস্য চাষীদেরও বিপাকে ফেলে। তাই, গোদরেজ এগ্রোভেট মাছের স্বাস্থ্য এবং উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে একটি অনন্য পদ্ধতি চালু করার ঘোষণা করেছে। এই শীতের মরসুমে গোদরেজ বৈজ্ঞানিকভাবে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য একটি লক্ষ্যযুক্ত শীতকালীন কৌশল বাস্তবায়ন করতে চলেছে। তারা ডিজিটাল প্রচারণা, "মৎস্য মার্গদর্শন" এবং "অ্যাকোয়া মিত্র"-এর মাধ্যমে কৃষকদেরকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, ইনফোগ্রাফিক্স এবং শীতকালীন মাছ চাষের লাইভ সেশন প্রদান করে। পাশাপাশি, "গোদরেজ অ্যাকোয়া ইনসাইডারস" উদ্যোগটি জলজ চাষে স্বচ্ছতা, স্থায়িত্ব এবং নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করে, এবং নাগরিকদের শিক্ষাকে উৎসাহিত করে, পারস্পরিক সমর্থন প্রচার করে। এই বিষয়ে মন্তব্য করে গোদরেজ এগ্রোভেটের সিইও-অ্যাকুয়াফিড বিজনেস ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জি বলেন, "ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সম্প্রদায়-চালিত উদ্যোগগুলির মাধ্যমে আমরা এমন ইকোসিস্টেম তৈরি করছি যা মৎস চাষীদের শীতকালীন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে মাছ চাষে সহায়তা করবে। এটি ডিজিটাল জ্ঞানের বিস্তার, কমিউনিটি বিল্ডিং এবং সহায়তা প্রক্রিয়া জুড়ে চ্যালেঞ্জিং মৌসুমী সীমাবদ্ধতা নেভিগেট করবে এবং কৃষকদের ব্যাপক সাহায্য করবে।" উপরন্তু, গোদরেজ এগ্রোভেট, অন-দ্য-গ্রাউন্ড সহায়তার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সেতুবন্ধন করে এমন ইকোসিস্টেম তৈরি করছে যা বৈজ্ঞানিকভাবে জলজ বাস্তুতন্ত্রকে উন্নীত করার পাশাপাশি চাষাবাদে মৎস কৃষকদের সাহায্য করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলো পূরণ করবে।

# ডিজির সীমান্ত পরিদর্শন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে সীমান্তে পাহারা বাড়িয়েছে বিএসএফ। জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে আরও কড়া অবস্থান নিয়েছে বিএসএফ। সম্প্রতি কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সীমান্ত পরিদর্শনে এসেছিলেন দলজিৎ সিং চৌধুরী। তিনি সে বিষয়ে খোঁজখবর। পাশাপাশি কোচবিহারের রূপনগরে বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের এক ডিআইজি রাজীব কোচবিহারের বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিষয়টি বলেন, "থ্রেট সব জায়গায় রয়েছে। এন্টি ন্যাশনাল এলিমেন্ট সব জায়গায় মিলবে। না শুধু বাংলাদেশে, দেশের ভেতরেও রয়েছে। স্লিপার যাকে বলে। যারা ঘটনাকে বাড়ানো বা অশান্তি তৈরি করার জন্যে কাজ করে। এটা আমরা নজরদারি করি। গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। সীমান্ত এলাকায় এমন ঘটনা নজরে পড়লে বিএসএফ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।" সেই সঙ্গে ডিআইজি জানিয়েছেন, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই কাজ করছেন তারা। তেমন ভাবেই সরকারের নির্দেশ রয়েছেন। সীমান্তের যে কোনও বিষয়ে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন তারা।

মেখলিগঞ্জ সীমান্তে এলেন বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী। সকালে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে মেখলিগঞ্জের পৌঁছান ডিজি। সেখান থেকে কনভয়ে আন্তর্জাতিক তিন বিঘা করিডোরে পৌঁছান তিনি। ডিজি তিনবিঘা করিডোরের উপর দিয়ে ধীরগতিতে ভারতীয় সাধারণ মানুষরা যাতায়াত করলেও ঘন্টাখানেক আটকে ছিল বাংলাদেশি যানবাহন। ডিজির সঙ্গে সীমান্ত পরিদর্শন করেন নর্থ-ইস্টের এডিজি রবি গান্ধী, নর্থ বেঙ্গল আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। বিএসএফের তিনবিঘা করিডরে বৃক্ষরোপণ করেন তিনি। বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের আধিকারিকরা ডিজির সঙ্গে দেখা করেন।

পার্কে আনন্দে মেতে উঠলেন সকলে

# পুলিশের তৎপরতায় আধ ঘন্টার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** ব্যাংকে কাজ করতে এসে এক যুবকের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন কুড়িয়ে পেয়ে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল দিনহাটা থানার ট্রাফিক ওসি। বিকি আলম নামের দিনহাটা শহরের বাসিন্দা ওই যুবক জানায় এইদিন সে তার মায়ের কাজের জন্য ব্যাংকে এসেছিলেন। ব্যাংকে কাজ সেরে বাইরে বেরোনোর সময় তার পকেট থেকে মোবাইল পড়ে যায়। পরবর্তীতে বাড়ি গিয়ে সেই মোবাইলের খোঁজ হলে সে তার হারিয়ে যাওয়া মোবাইল নম্বরে ফোন করেন এবং সেই ফোন রিসিভ করেন দিনহাটা থানার কর্তব্যরত ট্রাফিক ওসি কল্যাণ চন্দ্র রায়। পরবর্তীতে তিনি ট্রাফিক ওসির অফিসে এসে যাবতীয় কাগজপত্র দেখিয়ে নিজের মোবাইল নিয়ে যায়। এ বিষয়ে দিনহাটা থানার কর্তব্যরত ট্রাফিক ওসি কল্যাণ চন্দ্র রায় বলেন, আজ ট্রাফিক ডিউটি চলাকালীন ব্যাংকের সামনে একটি মোবাইল রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখি। তারপর সেই মোবাইল ফোনটি কুড়িয়ে নিয়ে অফিসে এসে মোবাইল অন করে রাখি যাতে মোবাইলের প্রকৃত মালিক তার খোঁজ করতে পারে। পরবর্তীতে মোবাইলের মালিক তার মোবাইলের খোঁজ করলে তার প্রকৃত কাগজপত্র দেখে মোবাইলটি তার হাতে হস্তান্তর করি। তিনি আরো জানান, যেহেতু আমরা ট্রাফিক এ কাজ করি তাই ট্রাফিক ডিউটি সামলানোর পাশাপাশি এগুলো আমাদের সামাজিক কর্তব্য। পাশাপাশি মোবাইল হারানোর আধ ঘন্টার মধ্যে মোবাইল খুজে পেয়ে খুশি মোবাইলের প্রকৃত মালিক বিকি আলম, একই সাথে তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং দিনহাটা থানার কর্তব্যরত ট্রাফিক ওসিকে ধন্যবাদ জানান।

# এসএফআইয়ের মিছিল কোচবিহারে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** সবুজ সাথী ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করে আন্দোলনে নামলে এসএফআই নেতাদের উপরে তৃণমূল হামলা করে বলে অভিযোগ। ৩১ ডিসেম্বর ওই ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারে মিছিল করল এসএফআই। এদিন বিকেলে এসএফআইয়ের কোচবিহার জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয় এবং সেই মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে জেলা কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এসএফআইয়ের কোচবিহার জেলার সম্পাদক প্রাঞ্জল মিত্র দাবি করেন, তারা বিভিন্নভাবে সমীক্ষা করে জানতে পারেন কোচবিহার জেলার বেশ কয়েকটি স্কুলে সবুজ সাথী সাইকেল পায়নি ছাত্র-ছাত্রীরা। তেমনি মারুগঞ্জ হাইস্কুলও পায়নি। তা নিয়ে মারুগঞ্জ হাইস্কুলে ডেপুটেশন দিতে যায় এসএফআই সংগঠনের নেতৃত্বরা। পরে ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেই পথ অবরোধ তুলে নেওয়ার পর হঠাৎ করে তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতীরা এসএফআইয়ের জেলা নেতৃত্বদের উপর হামলা চালায়। তারই প্রতিবাদে মিছিল হয়। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

# 'ক্লিন সিকিম, আর বাংলা দূষনে ভরবে?...', ক্ষুব্ধ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব

**নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি:** বেশ কিছুদিন যাবত সিকিম রাজ্যের জঞ্জাল নিয়ে এসে ফেলা হচ্ছে শিলিগুড়ি শহর লাগুয়া ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকা এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায়। বিষয়টি গোচরে আসে নভেম্বর মাসেই। স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কয়েকটি ট্রাক আটক করে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পরিবেশপ্রেমীরা। দেখা যায় ট্রাকে করে জঞ্জাল নিয়ে এসে সিকিম থেকে ফেলা হচ্ছে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনার খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়, ছড়ায় উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। এরপর আবার একই দৃশ্য দেখা যায় ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করে শিলিগুড়ি পৌর নিগম এবং পুলিশ প্রশাসন। গোটা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পর বেজায় ক্ষুব্ধ হন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ২৪ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি পৌর নিগমের সাংবাদিক বৈঠক করে গৌতম দেব জানান, গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য সরকার সিকিম সরকারের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন। পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। গৌতমবাবু আরও বলেন, "ক্লিন সিকিম! আর জঞ্জালে ভরা বাংলা? এটা মেনে নেওয়া হবে না।" বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানান শিলিগুড়ির মেয়র।

# ডুয়ার্সের লোকালয়ে চিতাবাঘের হানা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি:** শীতের রাত, বাড়ির সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ওই সময় বাড়ির ভেতরে হানা দিল চিতাবাঘ। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ছাগলের ঘরের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে একটি ছাগলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চিতাবাঘ। ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোড়া ভগৎপাড়া এলাকার ঘটনা। এলাকাটি গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন এবং এলাকাটির পাশে বেশ কয়েকটি ছোট চা বাগানও রয়েছে। ভগৎপাড়া এলাকার বাসিন্দা কণিকা রায়ের বাড়িতে হানা দেয় চিতাবাঘটি। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সকালে বহু মানুষের ভিড় হয় এলাকায়। বাড়ির মালিক কণিকা রায় বলেন, "রাত তখন আড়াইটা হবে। শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে দেখি চিতাবাঘ একটি ছাগলকে গলায় ধরেছে। ওই সময় চিৎকার করলে চিতাবাঘটি ছাগলকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ছাগলটি মারা যায়।"

স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় চিতাবাঘের উপদ্রবে রীতিমতো আতঙ্কিত। হাতি ও চিতাবাঘের উপদ্রব রুখতে এলাকায় বনকর্মীদের নিয়মিত টহলদারির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। চিতাবাঘ ধরতে এলাকায় বনদপ্তরের তরফে খাঁচা বসানোরও দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বনদপ্তরের তরফে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96